অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ

প্রশিক্ষণ মডিউল ১০

সাধারণ চর্মরোগ

অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট
হেল্‌থ এণ্ড পপুলেশন এক্সটেনশন ডিভিশন
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ

WQ 100.JB2
B418e
1998
cop.1

ICDDR,B LIBRARY
DHAKA 1212

M16217

DMONO

অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ

Essential Services Package (ESP)

প্রশিক্ষণ মডিউল - ১০

LSU Inventory 2008

সাধারণ চর্মরোগ

(Skin Diseases)

অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট
হেল্‌থ এণ্ড পপুলেশন এক্সটেনশন ডিভিশন
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ

১৯৯৮

ICDDR,B Special Publication No. 84

15 SEP 1998

প্রণয়নে	ঃ	ডাঃ সুরাইয়া বেগম
সহযোগিতায়	ঃ	শাহিদা বেগম
পরিকল্পনায়	ঃ	ডঃ আবদুল্লাহ-হেল বাকী প্রফেসর বরকত-ই-খুদা ডঃ ক্রীস টুনন
কম্পিউটার কম্পোজ	ঃ	সুভাষ চন্দ্র সাহা মোঃ ইউসুফ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ছবি	ঃ	আসেম আনসারী
কালার স্ক্যানিং	ঃ	গ্রাফিক স্ক্যান লিঃ

ICDDR,B Special Publication No. 84
ISBN: 984-551-162-7

© 1998, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

ICDDR,B LIBRARY
ACCESSION NO. 031626
CLASS NO. WQ 100 JB2
SOURCE | COST

প্রকাশনায়ঃ
অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট
হেলথ্ এণ্ড পপুলেশন এক্সটেনশন ডিভিশন
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)
জি.পি.ও. বক্স নং ১২৮, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮০-২-৮৭১৭৫২ - ৮৭১৭৬০; ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৭১৫৬৮ ।

প্রচ্ছদ মুদ্রনেঃ *সেবা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা*

WQ 100.JB2
B418e
1998
cop.1

ICDDR,B LIBRARY
DHAKA 1212

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

গত দেড়যুগেরও বেশী সময় ধরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আই সি ডি ডি আর বি-র অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট (যা ইতিপূর্বে এম.সি.এইচ. এফ.পি. আরবান ও রুরাল এক্সটেনশন প্রজেক্ট নামে দু'টি পৃথক প্রজেক্ট হিসেবে কার্যরত ছিল) যৌথভাবে কাজ করে আসছে। অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, সেবার মান বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের পথ ও পদ্ধতি নিরূপণে কাজ করে চলেছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রজেক্টের গবেষণালব্ধ সুফল জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত হয়ে আসছে।

বর্তমানে জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর আওতায় অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট সকল মহল কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে উন্নত মানের সেবা প্রদান এবং আমরা জানি, উন্নতমানের সেবাপ্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কার্যকরী প্রশিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেবা প্রদানের সঠিক নির্দেশনা ইতিপূর্বে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজ প্রটোকল প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা যেন সঠিক উপায়ে এবং যথাযথভাবে এই প্রটোকলটি ব্যবহার করে সেবা দিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আশাকরি এই প্যাকেজ অনুসরণ করে প্রশিক্ষকগণ খুব সহজেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ফলপ্রসূভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য ছয়টি প্রাথমিক সেবা কেন্দ্রে অর্থাৎ তিনটি সরকারী ডিসপেন্সারী ও তিনটি এনজিও ক্লিনিকে সেবাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্যে এ প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ প্রকাশনায় NIPHP (জাতীয় সম্বন্বিত জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী) পার্টনারদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রণীত বিভিন্ন বিষয় অভিযোজন করা হয়েছে।

বর্তমান প্রয়োজনকে সামনে রেখে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রশিক্ষন প্যাকেজ প্রকাশের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি আন্তরিকভাবে আই সি ডি ডি আর,বি-র অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সরকারী ও বেসরকারী সেবাকেন্দ্রের প্রশিক্ষককগণ এই প্রশিক্ষণ প্যাকেজ ব্যবহার করে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হবেন।

মোহাম্মদ আলী

A-031626
15 SEP 1998

স্বীকৃতি পত্র

আইসিডিডিআর,বি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রায়োগিক গবেষণা করা, গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার করা এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা কর্মসূচীর (সরকারী, বেসরকারী ও বানিজ্যিক খাতে) উন্নয়ন করা।

আইসিডিডিআর,বি-এর সাথে যৌথ চুক্তিনামা নং ৩৮৮-০০৭১-এ-০০-৩০১৬-০০ এর অধীনে ইউ এস এ আই ডি (USAID) এই প্রকাশনায় আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। আইসিডিডিআর,বি কে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী দাতা সরকারসমূহ হচ্ছে, অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, জাপান, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সৌদি আরব, শ্রীলংকা, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকা। সহায়তা প্রদানকারী আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে আরব গাল্‌ফ ফান্ড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি এবং ওর্য়াল্ড হেল্‌থ অরগানাইজেশন। ফাউন্ডেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে আগা খান ফাউন্ডেশন, চাইল্ড হেলথ ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, পপুলেশন কাউন্সিল, রক্‌ফেলার ফাউন্ডেশন, থ্র্যাশার রির্সাচ ফাউন্ডেশন এবং জর্জ ম্যাশন ফাউন্ডেশন। বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে ইস্ট ওয়েষ্ট সেন্টার, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এর্নাজি এজেন্সী, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রির্সাচ অন উইমেন, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট রির্সাচ সেন্টার, ইন্টারন্যাশনাল লাইফ সাইন্সেস ইনস্টিটিউট, ক্যারোলিন্‌স্‌কা ইনস্টিটিউট, লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন, লেডেরলি প্রাক্সিস, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ, নিউ ইংল্যান্ড মেডিসিন সেন্টার, প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বল, র‍্যান্ড কর্পোরেশন, স্যোশাল ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার অব ফিলিপাইন, সুইস রেড ক্রস, জন হপকিন্‌স ইউনির্ভাসিটি, ইউনির্ভাসিটি অব অ্যালাবামা এ্যাট বার্মিংহাম, ইউনির্ভাসিটি অব লোয়া, ইউনির্ভাসিটি অব গোটের্বগ, ইউ সি বি অসমোটিক্স লিমিটেড, ওয়াল্ডার এ,জি এবং আরোও অন্যান্য সংস্থা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পর্যালোচনা করে যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদান করে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁরা হচ্ছেনঃ

ডাঃ এ, এম, জাকির হোসেন	পরিচালক, পি এইচ সি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডাঃ সামসুল হক	প্রকল্প পরিচালক, ইপিআই
ডাঃ জাফর আহ্মেদ হাকীম	প্রকল্প পরিচালক, এফপিসিএসপি, পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডাঃ এস এম আসিব নাসিম	প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সি ডি ডি প্রকল্প
ডাঃ এনামুল করিম	আই ই ডি সি, আর
ডাঃ আন্ওয়ারুল হক মিয়া	যৌন রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
ডাঃ খায়রুল ইসলাম	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল
মিসেস লায়লা বাকী	ইউরোপিয়ান কমিশন
ডাঃ শবনম শাহনাজ	পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
মিঃ মোহাম্মদ আলী ভুইয়া	আই সি ডি ডি আর,বি
ডঃ সুব্রত রাউথ	আই সি ডি ডি আর,বি
ডাঃ শেখ আমিনুল ইসলাম	আই সি ডি ডি আর,বি
ডাঃ সেলিনা আমিন	আই সি ডি ডি আর,বি

এ ছাড়া এই কারিকুলাম প্রণয়নে যাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও নেতৃত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেনঃ

প্রফেসর বরকত-ই-খুদা	অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট, আই সি ডি ডি আর,বি
ডঃ ক্রীস টুনন	অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট, আই সি ডি ডি আর,বি

সাধারণ চর্মরোগ

সূচীপত্র

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ১

চুলকানি (Scabies) ৩

ফুসকুড়িযুক্ত ক্ষত (Impetigo) ৯

ফোড়া (Abscess) ১৪

ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (Fungal Infection) ১৮

কুষ্ঠ (Leprosy) ২৩

ধারণা যাচাই পত্র ২৮

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ব্যবহার করার নিয়ম

- প্রশিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য এই ম্যানুয়েলটি প্রণীত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত অধিবেশনগুলো পরিচালনা করা যাবে।

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর করার জন্য যে প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা আগে থেকে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিন।

- বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রোগের নাম, ওষুধ, সাধারণভাবে ব্যবহৃত কিছু শব্দ ইংরেজীতে ব্যবহার করা হয়েছে। সেশন পরিচালনায় সহজতা অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীর স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী বাংলা অথবা ইংরেজী ব্যবহার করতে পারেন।

- প্রশিক্ষণের প্যাকেজের দশটি সেবার জন্য একটি পরিচিতি অধিবেশন ও যোগাযোগের সেশন তৈরী করা হয়েছে। সেশনটি আপনার সুবিধামতো প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করে নেবেন। তবে কর্মসূচীর প্রথম দিকে করা বাঞ্ছনীয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা গ্রহীতার সাথে সফল যোগাযোগের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যা পরবর্তীতে ভূমিকাভিনয় বা অনুশীলনে সহায়ক হবে।

- প্রশিক্ষণকে উপভোগ্য ও আকর্ষনীয় করার সম্ভাব্য উপায় হিসেবে ম্যানুয়েলে কিছু খেলার উল্লেখ রয়েছে। একঘেয়েমী ও ক্লান্তি দূরীকরনার্থে উদ্দীপক হিসাবেও কোন কোন খেলা ব্যবহার করা যেতে পারে।

- প্রশিক্ষণপূর্ব ও পরবর্তী ধারণা যাচাই করার জন্য প্রতিটি বিষয়ের শেষে একটি মূল্যায়ন পত্র সংযোজন করা হয়েছে। এটি একটি নমুনা মাত্র। প্রশিক্ষক ইচ্ছে করলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন।

- প্রতিটি সেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে আলোচনার পর `বিষয় সম্পর্কিত তথ্য' shade/বক্সে দেয়া হয়েছে।

- অনুশীলন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হাসপাতাল বা ক্লিনিক পরিদর্শনের সময়সীমা অথবা দিন প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো যেতে পারে। যেমন ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ বা প্রজননতন্ত্র/যৌনবাহিত সংক্রমণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। এ ছাড়া কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ক্লিনিক ভিজিটের আয়োজন করা যেতে পারে।

- যে সমস্ত সেশনে VIPP কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, নমুনা হিসাবে কিছু রঙের উল্লেখ আছে। VIPPএর নীতিমালা অনুসরণ করে আপনার সুবিধা অনুযায়ী অন্য কোন রঙ ব্যবহার করতে পারেন। VIPP কার্ড ব্যবহারের নিয়ম প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ চর্মরোগঃ
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

স্থিতি ঃ ১৫ মিনিট

পূর্বপ্রস্তুতি ঃ
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য পোষ্টার পেপারে বা ট্রান্সপারেন্সীতে লিখে নিন; ও
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য কপি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া ঃ
- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে কর্মসূচীর সূচনা করুন।
- কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। ব্যাখ্যার সময় উদ্দেশ্য লেখা পোষ্টার পেপার অথবা ট্রান্সপারেন্সী প্রদর্শন করুন।
- কর্মসূচীর কপি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর হাতে দিন এবং আলোচনা করুন।
- কর্মসূচী আলোচনার সময় প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
- এ ছাড়া চা বিরতি, মধ্যাহ্ন বিরতি এবং প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী ধারণা যাচাইয়ের সময় উল্লেখ করুন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

১. সাধারণ চর্মরোগ যেমন, চুলকানি, ইমপেটাইগো (ফুসকুড়িযুক্ত ছোঁয়াচে চর্মরোগ), ফোড়া, ছত্রাক/ফাংগাস এবং কুষ্ঠরোগ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দিতে পারবেন।

সাধারণ চর্মরোগ

স্থিতি ঃ ১ দিন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী*

সময়	পাঠ	অধিবেশন
০৯:০০ - ০৯:১৫		প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী
০৯:১৫ - ০৯:৩০		প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই
০৯:৩০ - ১০:৪৫	১	চুলকানি (Scabies)
১০:৪৫ - ১১:০০		চা বিরতি
১১:০০ - ১২:০০	২	ফুসকুড়িযুক্ত ক্ষত (Impetigo)
১২:০০ - ১২:১৫		উদ্দীপক খেলা
১২:১৫ - ১৩:০০	৩	ফোড়া (Abscess)
১৩:০০ - ১৪:০০		মধ্যাহ্ন বিরতি
১৪:০০ - ১৫:১৫	৪	ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (Fungal Infection)
১৫:১৫ - ১৫:৩০		চা বিরতি
১৫:৩০ - ১৬:৩০	৫	কুষ্ঠ (Leprosy)
১৬:৩০ - ১৬:৪৫		প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাইয়ের প্রস্তুতি
১৬:৪৫ - ১৭:০০		প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই

** কর্মসূচী বা অংশগ্রহণকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে।*

চুলকানি বা খুজলী

পাঠ ঃ ১
স্থিতি ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট
উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

ক. চুলকানি রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও জটিলতা বর্ণনা করতে পারবেন;
খ. রোগ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দিতে পারবেন; এবং
গ. রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে মা ও জনগণকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য	বিষয়	স্থিতি	পদ্ধতি	উপকরণ
	সূচনা	৫ মিনিট	বড় দলে আলোচনা	ট্রান্সপারেন্সী
ক.	চুলকানি বা খুজলীর কারণ, লক্ষণ/চিহ্ন ও জটিলতা	২০ মিনিট	ধারণা প্রকাশ	বোর্ড/মার্কার
খ.	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/চিকিৎসা	২০ মিনিট	ধারণা প্রকাশ	ট্রান্সপারেন্সী
গ.	রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধের উপায়	২০ মিনিট	ভূমিকাভিনয়	ফ্লিপ চার্ট
	শিক্ষণ মূল্যায়ন	১০ মিনিট	প্রশ্নোত্তর	নমুনা প্রশ্ন

পূর্বপ্রস্তুতি ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ট্রান্সপারেন্সী অথবা পোষ্টার পেপারে লিখে দিনঃ

- সেশনের উদ্দেশ্য
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/চিকিৎসা

- ভূমিকাভিনয়ের জন্য ESP ফ্লিপচার্ট যোগাড় করে রাখুন
- অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী ছোট ছোট সাদা কাগজ নিন। কিছু কাগজে নমুনা প্রশ্ন লিখুন, বাকী কাগজে কোন প্রশ্ন না লিখে সবগুলো কাগজ একত্রে ভাঁজ করে প্যাকেটে রাখুন।

পাঠ বিশ্লেষণ

সূচনা

স্থিতি ঃ ৫ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন। এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, 'আচ্ছা বলুনতো, কোন ধরণের চর্মরোগের সমস্যা নিয়ে আমাদের কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশী রোগী আসেন বা কোন্ রোগটি বেশী পরিচিত?'
- প্রত্যাশিত উত্তর 'চুলকানি'।
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সাথে সম্মতি জানিয়ে বলুন, 'যদিও এই রোগটি খুব সাধারণ ও পরিচিত কিন্তু এ রোগের সমস্যা ও ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত। আমরা চিকিৎসা ও মায়েদের যথাযথ পরামর্শ দিয়ে অনেকাংশে এ রোগ নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারি।'
- ট্রান্সপারেন্সী/পোষ্টার পেপার দেখিয়ে সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

উদ্দেশ্য - ক ঃ **চুলকানির কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও জটিলতা**

স্থিতি ঃ ২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- প্রশ্ন করুন - 'চুলকানি কোন্ প্যারাসাইট বা পরজীবি দ্বারা হয় ও পরজীবি শরীরে প্রবেশের কতদিন পর লক্ষণ দেখা দেয় ? '
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তর বোর্ডে লিখুন। অপ্রয়োজনীয় বা অসংগতিপূর্ন তথ্য এলে ব্যাখ্যা দিন।
- একজন নীরব অংশগ্রহণকারীকে সামনে আসার আমন্ত্রণ জানান। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে রোগের লক্ষণ, চিহ্ন ও জটিলতা বোর্ডে লিখতে বলুন। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।
- লেখা শেষে অংশগ্রহণকারীরা কেউ কোন তথ্য যোগ বা বাদ দিতে চান কিনা জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজনে সংযোজন বা বিয়োজন করুন এবং ব্যাখ্যা দিন।

চুলকানি রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও জটিলতা

কারণঃ

- এই রোগ Parasitic mite "Sarcoptes Scabie " দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে দেখা দেয়। পরজীবির নাম অনুসারে এই রোগের নাম "Scabies" হয়েছে।

সুপ্তকালঃ

- এ রোগের সুপ্তকাল ৪ - ৬ সপ্তাহ।

লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- লাল রংয়ের ছোট ছোট ফুসকুড়ি হয়
- অতিরিক্ত চুলকানি হয় বিশেষতঃ রাতে
- চুলকানোর ফলে গায়ে আঁচড়ের দাগ থাকে।
- হাতের ও পায়ের আংগুলের ফাঁকে, কব্জির চারপাশে, বগলে, নিতম্বে, পুরুষাঙ্গে, স্তনের নীচের ভাঁজে এবং গোড়ালির গাঁটে ফুসকুড়ি হতে দেখা যায়।
- ছোট শিশুদের হাতের তালুতে, পায়ের তলায় ও মুখমণ্ডলে মারাত্মক চুলকানি হতে পারে।

জটিলতাঃ

- চুলকানোর ফলে ক্ষতস্থান সংক্রমিত (Impetigo) হতে পারে।
- একজিমা হতে পারে।
- পরবর্তীতে বৃক্কের রোগ হতে পারে।

উদ্দেশ্য - খ ঃ **চুলকানি রোগের ব্যবস্থাপনা**

স্থিতি ঃ ২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিজের খাতায় চুলকানি রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শের ধাপসমূহ লিখতে বলুন।
- ৩-৫ মিনিট সময় নির্ধারন করুন।
- সময় শেষে যে কোন একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে বলুন।
- অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কেউ বাড়তি বা ভিন্ন কোন পয়েন্ট লিখে থাকলে উল্লেখ করতে বলুন।
- চিকিৎসা ও পরামর্শের সবগুলো পয়েন্ট ধারাবাহিকভাবে এসেছে কিনা দেখুন এবং প্রয়োজনে ট্রান্সপারেন্সী দেখিয়ে পুনরালোচনা করুন।

চুলকানি রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও জটিলতা

কারণঃ	➢ এই রোগ Parasitic mite "Sarcoptes Scabie " দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে দেখা দেয়। পরজীবির নাম অনুসারে এই রোগের নাম "Scabies" হয়েছে।
সুপ্তকালঃ	➢ এ রোগের সুপ্তকাল ৪ - ৬ সপ্তাহ।
লক্ষণ ও চিহ্নঃ	➢ লাল রংয়ের ছোট ছোট ফুসকুড়ি হয় ➢ অতিরিক্ত চুলকানি হয় বিশেষতঃ রাতে ➢ চুলকানোর ফলে গায়ে আঁচড়ের দাগ থাকে। ➢ হাতের ও পায়ের আংগুলের ফাঁকে, কব্জির চারপাশে, বগলে, নিতম্বে, পুরুষাঙ্গে, স্তনের নীচের ভাঁজে এবং গোড়ালির গাঁটে ফুসকুড়ি হতে দেখা যায়। ➢ ছোট শিশুদের হাতের তালুতে, পায়ের তলায় ও মুখমণ্ডলে মারাত্মক চুলকানি হতে পারে।
জটিলতাঃ	➢ চুলকানোর ফলে ক্ষতস্থান সংক্রমিত (Impetigo) হতে পারে। ➢ একজিমা হতে পারে। ➢ পরবর্তীতে বৃক্কের রোগ হতে পারে।

উদ্দেশ্য - খ ঃ **চুলকানি রোগের ব্যবস্থাপনা**

স্থিতি ঃ ২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- অংশগ্রহণকারীদের নিজের খাতায় চুলকানি রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শের ধাপসমূহ লিখতে বলুন।
- ৩-৫ মিনিট সময় নির্ধারন করুন।
- সময় শেষে যে কোন একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে বলুন।
- অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কেউ বাড়তি বা ভিন্ন কোন পয়েন্ট লিখে থাকলে উল্লেখ করতে বলুন।
- চিকিৎসা ও পরামর্শের সবগুলো পয়েন্ট ধারাবাহিকভাবে এসেছে কিনা দেখুন এবং প্রয়োজনে ট্রান্সপারেন্সী দেখিয়ে পুনরালোচনা করুন।

চুলকানি রোগের ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা ও পরামর্শঃ

বেনজাইল বেনজোয়েট (বি বি) দিয়ে চিকিৎসা করুনঃ

লোশন	শিশু	প্রাপ্তবয়স্ক
বি বি ২৫%	১ ভাগ বিবি + ১ ভাগ পানি	তরলীকরণ প্রয়োজন নেই
বি বি ৯০%	১ ভাগ বিবি + ৭ ভাগ পানি	১ ভাগ বিবি + ৩ ভাগ পানি

রোগীকে দেয়ার আগে বেনজাইল বেনজোয়েট তরলীকরণের দায়িত্ব চিকিৎসক/প্যারামেডিক বা ফার্মাসিষ্টের।

শিশুদের ক্ষেত্রে ঃ ৭৫ মিলি লিটার তরলীকৃত বিবি লোশন সরবরাহ করুন।

বড়দের ক্ষেত্রে ঃ ১৫০ মিলি লিটার তরলীকৃত বিবি লোশন সরবরাহ করুন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য পরামর্শঃ

- সাবান পানি দিয়ে ভালো করে গোসল করে শরীর শুকিয়ে নিন (সম্ভব হলে শরীর পরিস্কার করতে ছোবড়া বা ব্রাশ ব্যবহার করুন)।
- মাথা ও মুখ ছাড়া যৌনাঙ্গসহ সারা শরীরে ঔষধ লাগান (চোখে ওষুধ লাগান সম্পর্কে সর্তক থাকুন)।
- পরিস্কার কাপড় পরান।
- পর পর ৩ দিন বিবি লোশন লাগান। এই ৩ দিন গোসল করা থেকে বিরত থাকুন।
- ঔষধ যেন শরীরে লেগে থাকে, ধুয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেমন, বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে বিশেষ করে যারা রোগীর সংস্পর্শে আসেন, তাদের চুলকানি থাকুক অথবা না থাকুক প্রত্যেকের চিকিৎসা একসাথে করুন।
- বাড়ীর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর, কাঁথা সব অবশ্যই ধুয়ে রোদে শুকাবেন।
- বাড়ীর ব্যবহৃত তোষক, লেপ, বালিশ, কম্বল কড়া রোদে দেবেন।

ক্ষতে সংক্রমণ থাকলেঃ

- প্রথমে Phenoxymethyl Penicillin দিয়ে চিকিৎসা করুনঃ
  - প্রাপ্ত বয়স্কঃ ২৫০ mg. ৬ ঘন্টা অন্তর ৭ দিন
  - শিশু ঃ ১২৫ mg. ৬ ঘন্টা অন্তর ৭ দিন
- সংক্রমণ ভালো হয়ে গেলে বিবি লোশন দিয়ে চিকিৎসা করুন।

উদ্দেশ্য - গ ঃ **রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধের উপায়**

স্থিতি ঃ ২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

- উল্লেখ করুন, 'আমরা সাধারণতঃ মায়েদের স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবার সময় চুলকানি রোগ হবার কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য দিয়ে থাকি যেন মায়েরা সতর্ক থাকেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।'
- অংশগ্রহণকারীদের চুলকানি বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ভাববার জন্য ৩ মিনিট সময় দিন।
- নির্দিষ্ট সময়ের শেষে একজন আগ্রহী অংশগ্রহণকারীকে ফ্লিপচার্টের সাহায্যে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান।
- অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মায়েদের/গ্রহীতাদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলুন এবং অভিনয়ের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ গেলে তা চিহ্নিত করে রাখতে বলুন।
- ভূমিকাভিনয় শেষে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো অংশগ্রহণকারীদের কাছে জেনে বড়দলে আলোচনা করুন।

চুলকানির বিস্তার ও প্রতিরোধের উপায়

রোগের বিস্তার/কিভাবে ছড়ায়ঃ

- আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে
- আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানা, কাপড়/তোয়ালে ব্যবহার করলে
- খেলাধূলা অথবা যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে

এ ছাড়াঃ

- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব
- ঘনবসতি ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, এবং
- অপরিচ্ছন্ন ও পর্যাপ্ত পানির অভাবে এই রোগ বেশী হয় ও দ্রুত ছড়ায়।

প্রতিরোধের উপায়ঃ

- আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা
- সংক্রমিত ব্যক্তির দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা
- খোলামেলা পরিবেশে বসবাস করা
- গোসল ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজে পর্যাপ্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পানি ব্যবহার করা।

শিক্ষণ মূল্যায়ন

স্থিতি ঃ ১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- প্যাকেট থেকে কাগজের ভাঁজ করা টুকরা সব অংশগ্রহণকারীদের ১টি করে নিতে বলুন।
- যিনি প্রশ্ন পাবেন তাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন। ডান বা বাম পাশের কেউ সাদা কাগজ পেলে প্রয়োজনে সহায়তা করতে বলুন।
- এভাবে সব প্রশ্নের উত্তর বলা হয়ে গেলে কারও কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন ও অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় উত্তর দিন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন।

নমুনা প্রশ্নঃ

- চুলকানি বছরের কোন্ সময়টাতে বেশী দেখা যায় ? এই রোগ কাদের বেশী হয় ?
- চুলকানি কি কারণে হয় ? আক্রান্ত হবার কতদিন পর লক্ষণ দেখা দেয় ?
- চুলকানি সাধারণতঃ কিভাবে ছড়ায় ?
- এই রোগের লক্ষণ কি কি ?
- চুলকানির সমস্যা নিয়ে এলে কিভাবে চিকিৎসা দেবেন ?
- এই রোগ প্রতিরোধে মায়েদের কি পরামর্শ দেবেন ?
- চুলকানি রোগের জটিলতা কি কি ?

ফুসকুড়িযুক্ত ক্ষত (Impetigo)

পাঠ ঃ ২
স্থিতি ঃ ১ ঘন্টা
উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

ক. Impetigo রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন বলতে পারবেন;

খ. রোগ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং

গ. রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য	বিষয়	স্থিতি	পদ্ধতি	উপকরণ
	সূচনা	৫ মি.	বড় দলে আলোচনা	ট্রান্সপারেন্সী/পোষ্টার পেপার
ক.	Impetigo রোগের কারণ, লক্ষণ/চিহ্ন	৩০ মি.	ছোটদলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার কার্ড
খ.	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা			
গ.	রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধ	২০ মি.	ভূমিকাভিনয়	বিষয়ের কপি
	শিক্ষণ মূল্যায়ন	৫ মি.	প্রশ্নোত্তর	নমুনা প্রশ্ন

পূর্বপ্রস্তুতিঃ
- সেশনের উদ্দেশ্য ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপারে লিখে নিন।
- Impetigo রোগের কারণ, লক্ষণ/চিহ্ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ট্রান্সপারেন্সীতে লিখে রাখুন।
- 'চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ' এবং 'রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধের উপায়' ভূমিকাভিনয়ের জন্য কপি করে রাখুন।
- দুইটি কার্ডে Impetigo রোগের কারণ, লক্ষণ/চিহ্ন এবং দুইটি কার্ডে 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা' লিখে রাখুন।

পাঠ বিশ্লেষণ

সূচনা

স্থিতি ঃ ৫ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশ্ন করুন, 'ইমপেটাইগো' রোগটিকে আমরা কি নামে জানি? অর্থাৎ স্থানীয়ভাষায় এই রোগটিকে কি বলি?'
- উত্তরে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এক বা একাধিক নাম আসতে পারে। উল্লেখ করুন, 'বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগটির বিভিন্ন নাম থাকতে পারে। কিন্তু এই রোগটিকে সচরাচর আমরা পাঁচড়া বলে থাকি।'
- ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপার দেখিয়ে সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

উদ্দেশ্য ক ঃ **Impetigo রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন**

স্থিতি ঃ ৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- কোন একটি খেলা বা লটারীর সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দল থেকে একজনকে ১টি কার্ড টেনে নিতে বলুন। কার্ড অনুযায়ী ৪টি দল নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোচনার ভিত্তিতে কাজ করবেন।
  - ইমপেটাইগোর রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন
  - ইমপেটাইগো রোগের ব্যবস্থাপনা
- ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। প্রতিটি দলে পোষ্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন। দলীয় কাজ চলাকালে প্রতিটি দলে গিয়ে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে সহায়তা করুন।
- নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর সবাইকে বড়দলে ফিরে আসতে বলুন। যে দুটো দল 'রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন' বিষয়ের উপর কাজ করেছেন তাদের প্রথমে উপস্থাপনার জন্যে আমন্ত্রণ জানান।
- উপস্থাপনার পর সব দলের মতামত নিন। কোন গুরুত্বপূর্ন তথ্য আলোচনায় না এলে বা বাদ পড়ে গেলে আলোচনার ভিত্তিতে আপনি সংযোজন করুন।
- একই পদ্ধতিতে অন্য দুটি দলকে 'রোগের ব্যবস্থাপনা' বিষয় উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানান ও সব দলের মতামতের ভিত্তিতে আপনি তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করে আলোচনার সার সংক্ষেপ করুন।
- প্রয়োজনে ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপার প্রদর্শন করে দলীয় কাজের সাথে মিলিয়ে দেখতে বলুন এবং কোন প্রশ্ন এলে ব্যাখ্যা দিন।

Impetigo রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন

কারণঃ

- এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ।
- স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস (Staphylococcus Aureus) নামক জীবাণুদ্বারা সংক্রমিত হয়। তবে কখনও কখনও হেমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস (Haemolytic Streptococcus) নামক জীবাণু দ্বারাও সংক্রমিত হতে পারে।
- সরাসরি শরীরে এই রোগ সংক্রমণ হতে পারে। আবার কখনও কখনও কিছু রোগের জটিলতা যেমন, চুলকানি (Scabies), একজিমা (Eczyma), পেডিকুলোসিস (Pediculoses) এবং হারপিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex) থেকেও এই রোগ হতে পারে।
- মূলতঃ অপুষ্ট শিশুরা এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। সারা পৃথিবীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- প্রথমে চামড়ার উপরে পূঁজযুক্ত ছোট ছোট ফুসকুড়ি হয়। পরে ফেটে গিয়ে শক্ত আবরণযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি করে।
- ক্ষতের উপরে শক্ত অমসৃণ পর্দা পড়ে। ভেতরে পূঁজ থাকে।
- আবরণ দেখতে অনেকটা সোনালী, খয়েরী বা মধুর রংয়ের মত।
- হাত ও মুখে সব চেয়ে বেশী হয়। তবে কানের চারপাশে, নাকের উপর, মাথায়, নিতম্বে ও শরীরের খোলা অংশে দেখা যায়।
- ঘা ও চুলকানি থাকে।

জটিলতা ঃ

- অধিকাংশ সময় Staphyloccous Aureus জীবাণুর সংক্রমণে এই রোগ হয়। Haemolytic Streptococcus নামক জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হলে হৃদপিণ্ড অথবা বৃক্ক (Kidney) আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে।
- এছাড়া ইমপেটাইগোর চিকিৎসা সময়মত না করালে এই ক্ষত চামড়ার গভীরে ছড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী বড় ক্ষতের সৃষ্টি করে। এ ধরণের ক্ষত সাধারণতঃ পায়ে হয়ে থাকে। এই ঘা এক্থাইমা (Ecthyma) নামে পরিচিত। এই ক্ষত শুকিয়ে যাবার পরেও দীর্ঘদিন দাগ থেকে যায়।

Impetigo রোগের ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসাঃ সঠিক সময় চিকিৎসা শুরু করলে ৬-১০ দিন পর ভালো হয়ে যায়। তবে কখনও ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

- সাবান ও পানি দিয়ে শক্ত আবরণ ধুয়ে পরিস্কার করতে বলুন।
- পানি শুকিয়ে যাবার পর ০.৫ - ১ % জেনশান ভায়োলেট (Gentian violet) লাগাতে বলুন।
- দিনে ২ বার আবরণ পরিস্কার করে ওষুধ লাগাতে বলুন। ৩ টির বেশী ক্ষত থাকলে Phenoxymethyl দিনঃ
  - প্রাপ্ত বয়স্কদেরঃ ২৫০ mg. দিনে ৬ ঘন্টা অন্তর ৭ দিন।
  - শিশুঃ ১২৫ mg. দিনে ৬ ঘন্টা অন্তর ৭ দিন।
- সুস্থ না হলে Flucloxacillin বা Erythromycin দিয়ে চিকিৎসা দিন অথবা রেফার করুন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য পরামর্শঃ

- নখ ছোট রাখতে হবে যেন নখে ময়লা জমে না থাকতে পারে।
- যতদূর সম্ভব চুলকানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে হাতে কাপড় বেঁধে দিতে হবে যেন চুলকাতে না পারে।
- হাত বাঁধা কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহৃত কাপড় প্রতিদিন ধুয়ে পরিস্কার রাখতে হবে।

এছাড়া শিশুর বয়স ১ বৎছরের নীচে হলে টিকা , বুকের দুধ ও বাড়তি খাবার এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে।

উদ্দেশ্য গ ঃ **রোগ বিস্তার ও প্রতিকারের উপায়**

স্থিতি ঃ ২০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ - খেলা বা লটারীর সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করুন। ১টি দলকে 'চিকিৎসা ও অন্যান্য পরামর্শ' এবং অন্য দলকে 'রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিরোধের উপায়' লেখা কাগজের কপি দিন। দলের কাজ ভাগ করে দিন ও দলীয় কাজের নিয়ম ব্যাখ্যা করে বলুন - মা চিকিৎসার জন্য শিশুকে নিয়ে এলে একটি দল 'চিকিৎসা ও অন্যান্য পরামর্শ' ও অন্য দল 'রোগ বিস্তার ও প্রতিরোধের উপায়' সম্পর্কে ৩ মিনিটের একটি ভূমিকাভিনয়ের সংলাপ (script) তৈরী করবেন। Script তৈরীর পর দু'একবার মহড়া দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। দু'টি দলকে আলাদা জায়গায় বসে কাজ করতে দিন। পুরো প্রক্রিয়ার জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। ১টি দলের অভিনয়ের সময় অন্য দলকে পর্যবেক্ষণ করে পয়েন্ট লিখে রাখতে বলুন।

- ভূমিকাভিনয় শেষে সবাইকে জায়গায় ফিরে আসতে বলুন।
- দুটি দলের লিখে রাখা পয়েন্টগুলো সকলের মতামতের ভিত্তিতে আলোচনা করুন।
- প্রতিদলের অভিনয় শেষে সকলে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

রোগ বিস্তার ও প্রতিরোধের উপায়

রোগ বিস্তারঃ

- এই রোগ খুব ছোঁয়াচে
- চুলকানো, পোকার কামড়, অথবা চামড়া কেটে যাওয়া অংশের মধ্য দিয়ে এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।
- সাধারণতঃ নখের মাধ্যমে এই সংক্রমণ শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যায়।
- আক্রান্ত শিশু থেকে অন্যান্য সুস্থ শিশুদের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিরোধের উপায়ঃ

- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চলুন।
- আক্রান্ত শিশু থেকে আপনার শিশুকে দূরে রাখুন।
- আপনার শিশু আক্রান্ত হলে শীঘ্র চিকিৎসা করান ।
- আপনার এলাকার শিশু আক্রান্ত থাকলে চিকিৎসার পরামর্শ দিন।

শিক্ষণ মূল্যায়ন

স্থিতি ঃ ৫ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সেশনের মূল শিক্ষণ পুনরালোচনা করুন।
- সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি করুন।

নমুনা প্রশ্নঃ

- ইমপেটাইগো রোগের কারণ কি কি ?
- এই রোগ কোন্ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় ?
- এই রোগের লক্ষণ/চিহ্ন কি কি ?
- এই রোগ থেকে অন্যান্য জটিলতা কি কি হতে পারে ?

ফোড়া (Abscess)

পাঠ ঃ ৩
স্থিতি ঃ ৪৫ মিনিট
উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

ক. ফোড়া (Abscess)- এর লক্ষণ ও চিহ্ন বর্ণনা করতে পারবেন; এবং

খ. ফোড়া (Abscess) নিরাময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দিতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য	বিষয়	স্থিতি	পদ্ধতি	উপকরণ
	সূচনা	১০ মি.	বড় দলে আলোচনা	কার্ড, ট্রান্সপারেন্সী
ক.	ফোড়া (Abscess)- এর, লক্ষণ ও চিহ্ন	৩০ মি.	ধারণা প্রকাশ (VIPP পদ্ধতিতে)	VIPP কার্ড
খ.	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা			VIPP কার্ড
	শিক্ষণ মূল্যায়ন	৫ মি.	প্রশ্নোত্তর	নমুনা প্রশ্ন

পূর্বপ্রস্তুতিঃ

- সেশনের উদ্দেশ্য পোষ্টার পেপার বা ট্রান্সপারেন্সীতে লিখে নিন।
- ৩ টি গোলাপী ওভাল কার্ডে 'লক্ষণ ও চিহ্ন', 'ফোড়া কাটার নিয়ম' এবং 'কোন্ ক্ষেত্রে রেফার করবো' লিখে রাখুন। এ বিষয়গুলোর প্রতিটি পয়েন্ট ভিন্ন কোন রংয়ের (নীল বা সবুজ) চারকোনা কার্ডে (৪.৫" x ১০") লিখে নিন।
- ২টি VIPP বোর্ড যোগাড় করে রাখুন।
- নমুনা প্রশ্নগুলি কার্ডে লিখে VIPP বোর্ডে উল্টো করে লাগিয়ে রাখুন।

সূচনা

স্থিতি ঃ ১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ - সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশ্ন করুন, 'আমরা কি ত্বকের এমন কোন সংক্রমণের কথা জানি যা সাধারণতঃ শরীরের অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েনা বা ছোঁয়াচে নয় ?'

- অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন উত্তর দিতে পারেন। সঠিক উত্তরের সাথে সম্মতি জানিয়ে অথবা উত্তরটি উল্লেখ করে বলুন 'শরীরের যে কোন টিস্যুতেই ফোড়া হতে পারে তার সবচেয়ে বেশী ফোড়া হয় চামড়ার ঠিক নীচে।' রোগীরা ফোড়া নিয়ে এলে ফোড়ার স্থান বিশেষে কখনও আমাদের কেন্দ্র থেকে ব্যবস্থাপনা দিতে পারি। তবে প্রাথমিক সেবা কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে রেফার করতে হয়। প্রসংগক্রমে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ফোড়ার জন্য কখনও কখনও আমরা অর্থাৎ সেবাপ্রদানকারীরা দায়ী। সিরিঞ্জ, সূঁচ সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত না করে অথবা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার না করে ইনজেকশন দিলে অন্যান্য রোগ ছাড়াও ফোড়া হবার আশংকা থাকে।

- ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপার দেখিয়ে একজন অংশগ্রহণকারীকে সেশনের উদ্দেশ্য পড়তে বলুন।

উদ্দেশ্য ক, খ ঃ ফোড়ার লক্ষণ, চিহ্ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা

স্থিতিঃ ৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ - উল্লেখ করুন, 'লক্ষণ ও চিহ্ন', 'ফোড়া কাটার নিয়ম' এবং 'কোন্ ক্ষেত্রে রেফার করবো' সে বিষয় আমাদের কিছু ধারণা আছে। আসুন খেলার মাধ্যমে এ বিষয়টি আলোচনা করি।'

- VIPP বোর্ডে 'লক্ষণ ও চিহ্ন', 'ফোড়া কাটার নিয়ম' এবং 'কোন্ ক্ষেত্রে রেফার করবো' শিরোনামে লেখা ওভাল কার্ড তিনটি লাগিয়ে দিন।

- একজন করে সব অংশগ্রহণকারী এসে টেবিলে উল্টো করে রাখা ১টি কার্ড তুলে জোরে পড়বেন এবং কার্ডে লিখিত তথ্য সম্পর্কে নিজ ধারণা অনুযায়ী শিরোনাম লেখা কার্ডের নীচে লাগাবেন। (অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম হলে ২টি করে কার্ড নিতে বলুন)।

- সব কার্ড লাগানো শেষে অংশগ্রহণকারীরা কার্ডের স্থান পরিবর্তন করতে চান কিনা প্রশ্ন করুন।

- প্রয়োজনে সবার মতামতের ভিত্তিতে কার্ডগুলো সঠিক স্থানে লাগিয়ে দিন এবং উল্লেখ করুন 'ফোড়া কাটার পরে ক্ষতস্থানে ফরসেপ দিয়ে ফাঁক করতে হবে, স্কালপেলের অগ্রভাগ ব্যবহার করা যাবেনা কারণ এতে কোন নার্ভ বা শিরা কেটে যেতে পারে।'

লক্ষণ ও চিহ্ন	ফোড়া কাটার নিয়ম	কোন্ ক্ষেত্রে রেফার করবেন
গরম ও যন্ত্রণাদায়ক	কেন্দ্র নরম হলে কাটুন	মাংশপেশীতে ফোড়া
শক্ত ও ফোলা	Chlorohexidine/ Gentian violet দিয়ে স্থান মুছে নিন	বগলে ফোড়া
দ্রুত বাড়ে	জীবাণুমুক্ত স্কালপেল নিন	স্তনে ফোড়া
কেন্দ্রস্থল গরম	ফোড়ার কেন্দ্রে (নরম অংশে) কাটুন	দাঁতের গোড়ায় ফোড়া
পূঁজযুক্ত প্রদাহ	কাটা অংশে ফরসেপ ঢুকিয়ে ফাঁক করুন	ঘাড়ে ফোড়া
নরম ফোলা স্থান তরল পদার্থে পূর্ন	হালকা চাপ দিয়ে পূঁজ বের করুন	টনসিল সংক্রান্ত ফোড়া
	কাটা অংশের ভিতরে জীবাণুমুক্ত গজ ঢুকিয়ে রাখুন	স্পর্শে গরম বোধ হয়না অর্থাৎ ঠাণ্ডা ফোড়া
	একদিন পর পর গজ পরিবর্তন করুন	গভীর ফোড়া

শিক্ষণ মূল্যায়ন

স্থিতি ঃ ৫ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ - অংশগ্রহণকারীদের একজন করে সামনে এসে VIPP বোর্ড থেকে একটি কার্ড তুলে প্রশ্ন ও তার উত্তর জোরে বলতে বলুন। প্রয়োজনে অন্যান্যরা সহায়তা করতে পারেন।

- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

নমুনা প্রশ্নঃ

- ফোড়ার লক্ষণ কি?
- পরীক্ষা করে আমরা কি চিহ্ন পাই ?
- ফোড়া কাটার নিয়ম কি ?
- ফোড়া কাটার সময় বিশেষভাবে কি লক্ষ্য রাখতে হবে ?
- Antibiotic কখন দিবেন ?
- কোন স্থানে ফোড়া হলে রেফার করবেন ?
- সেবা প্রদানকারীদের কারণে বা অবহেলায় কিভাবে ফোড়া হতে পারে।

ICDDR,B LIBRARY
DHAKA 1212

ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (Fungal Infection)

পাঠ ঃ ৪

স্থিতি ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

ক. ছত্রাকজনিত সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন উল্লেখ করতে পারবেন; এবং

খ. রোগ প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য	বিষয়	স্থিতি	পদ্ধতি	উপকরণ
	সূচনা	১০ মি.	বড় দলে আলোচনা	বোর্ড/মার্কার
ক.	ছত্রাকজনিত সংক্রমণের লক্ষণ ও চিহ্ন	৬৫ মি.	পাঠচক্র, সতীর্থ শিক্ষণ	বিষয়ের কপি, বোর্ড/মার্কার
খ.	রোগ প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/ চিকিৎসা			

পূর্বপ্রস্তুতিঃ

- সেশনের উদ্দেশ্য ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপারে লিখে নিন।
- ছত্রাকজনিত সংক্রমণের 'কারণ, লক্ষণ ও চিহ্ন এবং চিকিৎসা ও পরামর্শ' বিষয়ের কপি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য কপি করুন।

পাঠ বিশ্লেষণ

সূচনা

স্থিতি ঃ ১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ - সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উল্লেখ করুন, 'ছত্রাক বা Fungus জনিত সংক্রমণকে আমরা দাদ বলে জানলেও এই রোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এই রোগটিতে মৃত্যুঝুঁকি না থাকলেও ব্যক্তিগত বা পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার অভাবে আমাদের দেশে অনেকেই এ রোগে কষ্ট পান। ফাংগাস বা ছত্রাকজনিত সংক্রমণ সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে ত্বকের উপরিভাগে সংক্রমণ এবং দ্বিতীয়টি ত্বকের গভীরে। এই সেশনে আমরা ত্বকের উপরিভাগের সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ ত্বকের উপরিভাগের ফাংগাস/ছত্রাক জনিত সংক্রমণ নিয়ে আমাদের কাছে অধিকাংশ রোগী আসেন। সংক্রমণের স্থান ও লক্ষণ/চিহ্ন অনুযায়ী আমরা এ সেশনে মূলতঃ *Tinea Capitis, Tina Corporis, Tinea Cruris,. Tinea Pedis* ও *Tinea Unguinum (Fungal infection of nail)* নিয়ে আলোচনা করবো।'

- ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপার দেখিয়ে একজন অংশগ্রহণকারীকে সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার আমন্ত্রণ জানান।

উদ্দেশ্য ক ও খ ঃ **ছত্রাক জনিত সংক্রমণের লক্ষণ, চিহ্ন ও ব্যবস্থাপনা**

স্থিতি ঃ ৬৫ মিনিট

প্রক্রিয়াঃ

- অংশগ্রহণকারীদের সবার হাতে বিষয়ের ফটোকপি দিন।
- বিষয়ের কিছু অংশ করে অংশগ্রহণকারীদের একে একে জোরে পড়তে বলুন। একজন পড়ার সময় অন্যান্য সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন। পড়াশেষে বিষয়টি সবাই বুঝলেন কিনা, তা যাচাই করুন এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।
- এভাবে পুরো বিষয়টি পড়া হলে সবাই বুঝেছেন কিনা বা কারও কোন প্রশ্ন আছে কিনা, তা প্রশ্ন করে জেনে নিন।
- কোন একটি খেলা অথবা লটারীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের দু'টি দলে ভাগ করুন।
- সতীর্থ শিক্ষণ (Peer learning) পদ্ধতি নিয়ম অনুসরণ করে সেশনের বাকী অংশ পরিচালনা করুন। দলে বসে প্রশ্ন তৈরী করার সময় অংশগ্রহনকারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন যেন বিষয়ের মূল শিক্ষণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হতে পারে।
- এই প্রক্রিয়ায় দুই দলের প্রশ্নোত্তর চলার সময় বিষয় সম্পর্ক অংশগ্রহনকারীদের জ্ঞানের গভীরতা ও ঘাটতি নিরূপন করুন এবং পরে ঘাটতি অংশটি আলোচনা করুন।
- সবশেষে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (Fungal Infection)

Tinea Capitis

সাধারণতঃ মাথার দু'পাশে ও পেছনের দিকে এ সংক্রমণ হয়। তুলনামূলকভাবে কিশোর বয়সের ছেলেরা এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। কারণ সেলুনে চুল কাটা ও অন্যের টুপি ব্যবহারের ফলে এই রোগ একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে সহজে ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- মাথার খুলির বহিরাবরনে ধূসর, গোলাকৃতি, চুলবিহীন, আঁশযুক্ত দাগ
- আক্রান্ত স্থানের চুল ভেংগে ভেংগে পড়ে যায়
- সামান্য চুলকানি থাকতে পারে
- ছোঁয়াচে

চিকিৎসা ও পরামর্শঃ

ওষুধের মাত্রাঃ **Griseofulvin - 5 mg.** প্রতি পাউণ্ড ওজনের জন্য

প্রাপ্তবয়স্কঃ - Tab. Griseofulvin (500 mg.) - একটি ট্যাবলেট দিনে ১ বার ২ - ৪ মাস

শিশু (৬ বছর - ১২ বছর)ঃ - Tab. Griseofulvin (500 mg.) ½ ট্যাবলেট অথবা 250 mg. রাতে শোবার সময় ২ - ৪ মাস অথবা Syr. Griseofulvin - 125 mg. দিনে ২ বার, ২ - ৪ মাস

চার বছরের নীচে শিশুদের একান্ত প্রয়োজন না হলে Griseofulvin না দিয়ে শুধু Whitfield মলম দিন এবং আক্রান্ত স্থানে টুথব্রাশের সাহায্যে হুইট-ফিল্ড (whitfield) মলম ঘষে ২ বার করে ১০ দিন লাগাতে বলুন।

পরামর্শঃ

- আক্রান্ত শিশুর মাথা পাতলা কাপড় দিয়ে যথাসম্ভব ঢেকে রাখতে হবে
- দিনে দু'বার হালকা গরম পানি ও সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে
- সম্ভব হলে চুল কেটে ন্যাড়া করার পরামর্শ দিন।

Tinea Corporis

সাধারণতঃ ঘাড়ে, হাতে, পায়ে ও শরীরের বিস্তীর্ন জায়গা জুড়ে এই সংক্রমণ হয়।

লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- গোলাকৃতি (এক বা একাধিক), আঁশযুক্ত, সাদাটে বর্ণের দাগ
- এই দাগের প্রান্তভাগ পুরু, সুস্পষ্ট ও অধিক প্রদাহযুক্ত
- প্রচণ্ড চুলকানি হয়
- ছোঁয়াচে

চিকিৎসা ও পরামর্শঃ

- দিনে ২ বার আক্রান্তস্থান ভালোভাবে পরিস্কার করে whitfield মলম লাগাতে বলুন।
- সংক্রমণ ব্যাপক ও দীর্ঘদিনের হলে Griseofulvin ট্যাটলেটসহ ১ মাস চিকিৎসা করুন (পূর্বে ডোজ উল্লেখ করা হয়েছে)।

Tinea Cruris

- গ্রীষ্মকালে এই রোগ বেশী দেখা যায়।
- প্রথমে উরুর উপরিভাগ, কুঁচকিতে, অণ্ডকোষে, যৌনাঙ্গে এবং পরবর্তীতে নিতম্ব ও শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।
- নখ, লণ্ড্রীতে ধোয়া কাপড়, টয়লেট সীট ও যৌনসংগমের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- সুস্পষ্ট আকৃতির আঁশযুক্ত, গোলাকৃতি দাগ
- সংক্রমিত স্থানের মধ্যভাগ অধিক প্রদাহযুক্ত
- প্রচণ্ড চুলকানি হয়
- পায়ে সংক্রমণ থাকতে পারে।

চিকিৎসা ও পরামর্শঃ

- দিনে ২ বার আক্রান্তস্থান ভালোভাবে পরিস্কার করে whitfield মলম লাগান।
- সংক্রমণ ব্যপক ও দীর্ঘদিনের হলে Griseofulvin ট্যাবলেটসহ এক মাস চিকিৎসা করুন (পূর্বে ডোজ উল্লেখ করা হয়েছে)।
- সংক্রমিত স্থান পরিস্কার ও শুকনো রাখতে বলুন।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অর্ন্তবাস ব্যবহার করার পরামর্শ দিন।

Tinea Unguinum

হাতের ও পায়ের নখে এই সংক্রমণ হয়, তবে তুলনামূলকভাবে পায়ের নখ বেশী আক্রান্ত হয়। এক বা একাধিক নখ আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ/চিহ্নঃ

- নখের উজ্জলতা থাকে না
- নখ বিবর্ণ, হলদেটে ও পরে কালচে হয়ে যায়
- নখ ভংগুর হয়ে পড়ে, নরম ও অমসৃণভাবে কিছু অংশ ভেংগে যায়
- নখ বিকৃত ও আকারে বড় হয়
- কোন ব্যথা বা চুলকানি থাকে না
- কখনও কখনও নখের পার্শ্ববর্তী চামড়াও আক্রান্ত হয়
- এ সংক্রমণ দীর্ঘদিন - এমনকি বছরের পর বছর স্থায়ী হয়।

চিকিৎসাঃ

- Griseofulvin ৬ - ৯ মাস পর্যন্ত খেতে হবে (পূর্বে ডোজ উল্লেখ করা হয়েছে)
- সুস্থ নখ উঠতে শুরু না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত নখের প্রান্ত প্রতিদিন ঘষতে হবে
- সংক্রমিত নখে Tr. Iodine বা Betadine বা Econazole cream লাগানো যায়
- দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালিয়ে যাবার জন্য রোগীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ও সহযোগিতা দিন।

Tinea Manum and Tinea Pedis

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই রোগ বেশী দেখা যায়। পুরুষ বিশেষতঃ যারা খেলাধূলা করেন ও কাদামাটিতে কাজ করেন তাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায় অর্থাৎ ভেজা ও স্যাঁতস্যাতে মাটিতে চলাফেরা করলে এই রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা বেশী থাকে। হাতের তালু, পায়ের তালু, পায়ের আংগুলের ফাঁকে ও পায়ের তালুর উঁচু অংশে সাধারণতঃ এই রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- সুস্পষ্ট আকৃতির আঁশযুক্ত দাগ
- চুলকানি ও জ্বালাপোড়া থাকে
- তীব্র সংক্রমণে কখনও কখনও গভীর সুড়ঙ্গ/খাঁজ-এর মত ক্ষত সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা ও পরামর্শঃ

- Gentian violet - 0.5% - 1% দিনে ৩/৪ বার লাগাতে বলুন
- Whitfield মলম দিনে ২ বার ২ সপ্তাহ লাগাতে বলুন
- ব্যবহৃত মোজা প্রতিদিন ধুয়ে রোদে শুকাতে বলুন
- জুতা রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করতে বলুন
- উপরের চিকিৎসায় সুস্থ না হলে Tablet Griseofulvin ২-৩ মাস দিয়ে চিকিৎসা করুন (পূর্বে ডোজ উল্লেখ করা হয়েছে)।

কুষ্ঠ বা Leprosy

পাঠ ঃ ৫
স্থিতি ঃ ১ ঘন্টা
উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

ক. কুষ্ঠ রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও বিস্তার উল্লেখ করতে পারবেন; এবং

খ. রোগ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য	বিষয়	স্থিতি	পদ্ধতি	উপকরণ
	সূচনা	৫ মি.	বড় দলে আলোচনা	কার্ড, ট্রান্সপারেন্সী
ক.	কুষ্ঠ রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও বিস্তার	৩০ মি.	বাজ দলে আলোচনা	কার্ড, মার্কার, ট্রান্সপারেন্সী
খ.	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/চিকিৎসা	১৫ মি.	ধারণা প্রকাশ	বোর্ড, মার্কার, ট্রান্সপারেন্সী
	শিক্ষণ মূল্যায়ন	১০ মি.	প্রশ্নোত্তর	নমুনা প্রশ্ন, বল

পূর্বপ্রস্তুতি ঃ
- সেশনের শিরোনাম ১টি বড় আয়তাকার কার্ডে লিখে নিন।
- সেশনের উদ্দেশ্য দুটি বড় আয়তাকার কার্ডে অথবা ট্রান্সপারেন্সীতে লিখুন।
- কুষ্ঠ রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও বিস্তার ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপারে লিখে রাখুন।
- কুষ্ঠ রোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/চিকিৎসা পোষ্টার পেপার বা ট্রান্সপারেন্সীতে লিখুন।
- যথেষ্ট সংখ্যক নীল ও গোলাপী (৪" x ৮") কার্ড, VIPP বোর্ড ও মার্কার যোগাড় করে রাখুন।
- গোলাপী oval কার্ডে 'লক্ষণ ও চিহ্ন' এবং হলুদ oval কার্ডে রোগের 'কারণ ও কিভাবে ছড়ায়' লিখে VIPP বোর্ডে উল্টো করে লাগিয়ে রাখুন।
- শিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য একটি বল যোগাড় করুন অথবা পোষ্টার পেপার ও মাসকিং টেপ দিয়ে বল তৈরী করুন।

পাঠ বিশ্লেষণ

সূচনা

স্থিতি ঃ ৫ মিনিট

প্রক্রিয়াঃ

- সেশনের শিরোনাম লেখা কার্ড VIPP বোর্ডে লাগিয়ে দিন। একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে বলুন।
- এভাবে আলোচনা শুরু করতে পারেন, 'কুষ্ঠ একটি দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক রোগ। এই রোগ যদিও সহজে একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায় না, কিন্তু কখনও কখনও আক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ট সান্নিধ্য থেকে কারও কারও সংক্রমণ হতে পারে। এই রোগের সুপ্তকাল ২-৫ বছর, তবে সাধারণত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর থেকে ২ বছর পর লক্ষণ দেখা যায়। কুষ্ঠ একটি নিরাময়যোগ্য রোগ। সঠিক নিয়মে চিকিৎসা করালে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা শতকরা একশত ভাগ।'
- সেশনের উদ্দেশ্য লেখা কার্ড VIPP বোর্ডে লাগিয়ে একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে বলুন।

উদ্দেশ্য - ক ঃ **কুষ্ঠ রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও বিস্তার**

স্থিতি ঃ ৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ

- পাশাপাশি বসা দুজন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে বাজ দল তৈরী করুন।
- দলের সংখ্যানুযায়ী টেবিলে সমান সংখ্যক গোলাপী ও হলুদ কার্ড রাখুন। প্রতি দল থেকে ১ জনকে এসে যে কোন রংয়ের ১টি কার্ড ও মার্কার নিতে বলুন। যে দল হলুদ কার্ড পাবেন তারা বাজদলে আলোচনা করে কুষ্ঠ রোগের 'কারণ ও কিভাবে ছড়ায়' এবং যে দল গোলাপী কার্ড পাবেন তারা 'লক্ষণ ও চিহ্ন' একটি করে পয়েন্ট লিখবেন।
- VIPP বোর্ডে লাগানো বিষয় লেখা গোলাপী ও হলুদ কার্ড দুটো সোজা করে লাগিয়ে দিন।
- ৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে কার্ডগুলো রং অনুযায়ী আলাদাভাবে shuffle করুন এবং কার্ড লাগানোর নিয়ম অনুসরণ করে কার্ডগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ের নীচে VIPP বোর্ডে লাগান।
- কার্ড লাগানোর শেষে সবার মতামত নিন এবং কেউ কোন পয়েন্ট যোগ করতে চাইলে রং অনুযায়ী কার্ডে লিখে লাগিয়ে দিন। আপনার কোন পয়েন্ট থাকলে তা কার্ডে লিখে VIPP বোর্ডে লাগান।
- অপ্রাসংগিক বা ভুল কোন তথ্য এলে তা আলোচনা করে বাদ দিন। প্রয়োজনে ট্রান্সপারেন্সী বা পোষ্টার পেপার দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

কুষ্ঠ রোগের কারণ, লক্ষণ, চিহ্ন ও বিস্তার

কুষ্ঠ রোগের কারণঃ - জীবাণুর নামঃ Mycobacterium Laprae

কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ ও চিহ্নঃ

- চামড়ার উপর লালচে অথবা ফ্যাকাশে দাগ হয়, যার কেন্দ্রে অনুভূতি থাকে না।
- দাগের স্থানে লোম পড়ে যায় ও শুস্ক হয়ে যায়।
- রোগী হাত বা পায়ে কাঁটা ফোটার মত ব্যথা বা জ্বালা পোড়া অনুভব করেন।
- হাত বা পায়ে ভার বোধ হতে পারে।
- অনুভূতি আরও নষ্ট হয়ে হাত, পা ও মুখমণ্ডলে দূর্বলতা দেখা দেয়।
- স্ফীত স্নায়ু চামড়ার নীচে পিণ্ড সৃষ্টি করে এবং বড় আকারের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরী হয়, এতে ব্যথা বা চুলকানি থাকে না।
- এ ছাড়াও, এক ধরণের কুষ্ঠ রোগে মুখের চামড়া পুরু হয়ে যায় অথবা কানের লতি পুরু, খাটো এবং চতুস্কোনাকৃতির হয়ে যায়।
- কখনও কখনও ভ্রু পড়ে যায় (প্রথমে বাহিরের দিকে, পরে পুরোটা) ।
- জটিল অবস্থায় হাত-পা আংশিক অবশ হয় এবং থাবার মত দেখাতে পারে।
- হাত বা পায়ের আংগুল অথবা পুরো হাত বা পা ক্রমে ছোট হয়ে দেখতে গাছের গুঁড়ির মত হতে পারে।

কিভাবে কুষ্ঠ রোগ ছড়ায়ঃ

- শরীরের চামড়ার ক্ষত স্থান বা নাকের মাধ্যমে জীবাণু শরীরে ঢোকে
- দীর্ঘদিন ধরে কুষ্ঠ রোগীর সংস্পর্শে যেমন -
  - একই বিছানায় থাকলে
  - একই সাথে খাওয়া দাওয়া করলে
  - যৌন সম্পর্ক থাকলে
- কুষ্ঠ রোগীর কাপড় চোপড়, থালা-বাসন ব্যবহার করলে
- রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে
- এ ছাড়া ঘন বসতি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগ বেশী হয়।

উদ্দেশ্য - খ ঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/চিকিৎসা

স্থিতি ঃ ১৫ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ
- অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রশ্ন করুন, 'আমাদের কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে আমরা কুষ্ঠরোগীর জন্য কি ব্যবস্থাপনা দিতে পারি?'
- সবার উত্তর বোর্ডে লিখুন। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট না এলে পুনরায় প্রশ্ন করুন, প্রয়োজনে কিছু সূত্র দিন।
- প্রয়োজনে ট্রান্সপারেন্সী বা পেষ্টার পেপার দেখিয়ে আলোচনা করুন।
- সবশেষে উল্লেখ করুন 'কুষ্ঠ রোগীকে শুধু রেফার করে দিলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। রোগী এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে প্রয়োজনীয় আশ্বাস ও বিষয়টি সর্ম্পকে বুঝিয়ে বলা, অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া রোগীর হাত ও পায়ের ক্ষতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া, উচ্চতর পর্যায়ে সেবা নেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ফলো আপ করা আমাদের দায়িত্বেরই অংশ। অর্থাৎ সেবাদানকারী হিসেবে সেবা দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। একজন দায়িত্ববান সচেতন কর্মী হিসেবে আমাদের আরো কিছু করণীয় আছে।'

কুষ্ঠ রোগের ব্যবস্থাপনা

- রোগীর লক্ষণ চিহ্নিত করুন।
- রোগীর কোন আত্মীয়-স্বজন/প্রতিবেশী অথবা সহকর্মীর কুষ্ঠ রোগ বা লক্ষণ আছে কিনা ইতিহাস নিন।
- নিকটতম সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে (যেখানে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা হয়) রেফার করুন।
- রোগী ও রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে আশ্বাস দিন ও বলুন এ রোগ নিরাময় যোগ্য।
- রোগীকে আলাদা থাকার পরামর্শ দিন।
- রোগীর ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, থালা-বাসন, বিছানা আলাদা করতে বলুন।
- রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে সর্তক করে রোগীকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে বলুন যাতে অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া হাত-পা পুড়িয়ে না ফেলে বা আঘাত না পায়।

অনুভুতি নষ্ট হয়ে যাওয়া হাত ও পায়ের ক্ষতি প্রতিরোধে করণীয়

- যেসব জিনিষে শরীর কাটতে, পুড়তে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে সব জিনিষ থেকে রোগীকে দূরে থাকার বা রাখার পরামর্শ দিন।
- রোগীকে খালি পায়ে না হাঁটার পরামর্শ দিন
- রোগীকে প্রতিদিন নিজের হাত-পা পরীক্ষা করে দেখতে বলুন। ফোলা, লালচেভাব বা অস্বস্তিকর কোন চিহ্ন পেলে বিশ্রামের পরামর্শ দিন।

শিক্ষণ মূল্যায়ন

স্থিতি ঃ ১০ মিনিট

প্রক্রিয়া ঃ - শিক্ষণ মূল্যায়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলুন। একজন অংশগ্রহণকারীর দিকে একটি বল ছুঁড়ে দিন এবং তাকে একটি প্রশ্ন করুন। উত্তর দেবার পর তিনি বলটি অন্য একজন অংশগ্রহণকারীর দিকে ছুঁড়ে দেবেন এবং আরেকটি প্রশ্ন করবেন। কোন প্রশ্নের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলুন। যদি কেউ উত্তর দিতে না পারেন অথবা উত্তর সঠিক না হয় তবে যিনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন তিনি হাত তুলবেন এবং প্রথম জন বলটি তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেবেন। এভাবে সব অংশগ্রহণকারীরা অংশগ্রহণ করার (প্রশ্ন করার এবং উত্তর দেবার) সুযোগ পাবেন।

- লক্ষ্য করবেন যেন অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনরালোচনা হয়।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

নমুনা প্রশ্নঃ

- কিভাবে কুষ্ঠরোগীকে চিহ্নিত করবেন ?
- কুষ্ঠ রোগ হবার কারণ কি? কিভাবে ছড়ায় ?
- অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া হাত-পায়ের ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য কি পরামর্শ দেবেন ?
- কিভাবে কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ করা যায় ?
- কুষ্ঠ রোগীকে/আত্মীয়স্বজনকে কি পরামর্শ দেবেন ?
- জটিল অবস্থায় রোগীর কি অবস্থা হতে পারে ?

চর্মরোগ

ধারণা যাচাই পত্র

সময়ঃ ১৫ মিনিট
মোট নম্বরঃ ২৫

৮ x ২ = ১৬

১) চুলকানি কোন্ প্যারাসাইট বা পরজীবি দ্বারা হয় ও পরজীবি শরীরে প্রবেশের কতদিন পর লক্ষণ দেখা দেয় ?

২) চুলকানি রোগের লক্ষণ ও চিহ্ন কি কি ? সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ☐ লাল রংয়ের ছোট ছোট ফুসকুড়ি হয়
- ☐ কখনও কখনও পুঁজ থাকে, চুলকায় না
- ☐ অতিরিক্ত চুলকানি হয়, বিশেষতঃ রাত্রে
- ☐ ছোট শিশুদের হাতের ও পায়ের আংগুলের ফাঁকে, কব্জির চারপাশে, বগলে, নিতম্বে, যৌনাঙ্গে, গোড়ালির গাঁটে, ফুসকুড়ি হয়
- ☐ ক্ষুধা থাকে না, প্রস্রাবে সমস্যা হয়
- ☐ চুলকানোর ফলে ক্ষতস্থান সংক্রমিত হয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে ও একজিমা হতে পারে।

৩) চুলকানি রোগে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসা পদ্ধতি ও ২টি চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ লিখুন।

৪) নীচে Impetigo ও চুলকানি রোগের কারণ, প্রতিরোধের উপায় ও কিভাবে ছড়ায় তা চিহ্নিত করুন। Impetigo হলে (I) ও চুলকানি হলে (S) লিখুন।

- অপুষ্ট শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়
- Staphylococcus Aureus ও Haemolytic Streptococcus নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ সংক্রমিত হয়।
- খেলাধুলা বা যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়
- পর্যাপ্ত পানির অভাবে এই রোগ বেশী হয় ও দ্রুত ছড়ায়
- সাধারণতঃ নখের মাধ্যমে এই সংক্রমণ শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

৫) ইমপোটাইগো রোগের চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ২টি পরামর্শ লিখুন।

প্রাপ্ত বয়স্কদেরঃ

চিকিৎসাঃ _____

পরামর্শঃ _____

_____

শিশুদেরঃ

চিকিৎসাঃ _____

পরামর্শঃ _____

_____

৬) ফোড়া-র ২টি লক্ষণ ও চিহ্ন এবং শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় ফোড়া হলে রেফার করবেন তার ২টি লিখুন।

লক্ষণ ও চিহ্ন	রেফার করবেন, যদি
১. _____	১. _____
২. _____	২. _____

৭) *Tinea Capitis, Tinea Corporis ও Tinea Cruris* এর সংক্রমণ শরীরের কোথায় কোথায় হয় ?

ICDDR,B LIBRARY
DHAKA 1212

৮) সত্য হলে 'স' ও মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

ক) *Tinea Unguinum* হলে নখের উজ্জলতা থাকে না, নখ বিকৃত ও আকারে বড় হয়ে যায়

খ) ফোড়া হলে শুরুতেই কেটে দিলে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়

গ) ইমপেটাইগো খুব ছোঁয়াচে রোগ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

ঘ) চুলকানি বা ইমপেটাইগো হলে শিশু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত টিকা দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।

৯) শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ ৯ x ১ = ৯

ক. *Mycobacterium Laprae* হচ্ছে ---------- রোগের জীবাণুর নাম।

খ. ---------- হলে সাধারণতঃ ঘাড়ে, হাতে, পায়ে ও শরীরের বিস্তীর্ন জায়গা জুড়ে সংক্রমণ হয়।

গ. প্রাপ্তবয়স্কদের *Griseofulvin* পত ডোজ ----------

ঘ. কুষ্ঠ রোগীকে প্রতিদিন নিজের ---------- পরীক্ষা করতে বলুন। ----------, ---------- চিহ্ন পেলে বিশ্রামের পরামর্শ দিন।

ঙ. *Tinea Cervix* শরীরের ----------,----------, ---------- দেখা যায়।

চ. গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ---------- বেশী হয়।

ছ. *Tinea Manum* এবং *Tinea Pedis* হলে শরীরের ---------- ---------- স্থান সমূহ সংক্রমিত হয়।

জ. *Fungus* বা ছত্রাক জনিত সংক্রমনের স্থান ও লক্ষণ অনুযায়ী রোগের নাম হয় ---------- ----------, ----------, ----------।

ঝ. ইমপেটাইগো সময়মত চিকিৎসা না করালে ক্ষত চামড়ার গভীরে ছড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী বড় ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই ক্ষত ---------- নামে পরিচিত।

15 SEP 1998
A-031626

অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট

অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট (ORP) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, জাতীয় সমন্বিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচীর (NIPHP) সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং আইসিডিডিআর,বি'র একটি যৌথ উদ্যোগ। এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রায়োগিক গবেষনা (অপারেশন রিসার্চ) এবং কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় সেবা (ESP) প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দেয়া। অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয় গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকায়, যেমনঃ যশোহর জেলার অভয়নগর, চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া ও মীরশ্বরাই থানা এবং ঢাকা সিটি করপোরেশনের অন্তর্গত দশটি জোন। এ ছাড়া চট্রগ্রাম জেলার আরও ১৩ টি থানায়ও এই প্রজেক্টের সীমিত কার্যক্রম রয়েছে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রকল্পের গবেষণার বিষয়ভূক্তঃ

(১) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় স্বল্প সাফল্যপূর্ণ এলাকা (যেমন চট্রগ্রাম, সিলেট ইত্যাদি) এবং স্বল্প সেবাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর (যেমন নবপরিণীতা, কিশোরী, পুরুষ, বস্তিবাসী ইত্যাদি) জন্য সেবাসমূহের যোগান বৃদ্ধি; (২) প্রদত্ত সেবার উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে গ্রাহক (client) সন্তুষ্টির পূর্ণতা বিধান; (৩) অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ প্রদানের নিমিত্তে সেবাদানকারী সংগঠনসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ শক্তিশালীকরণ; (৪) পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান প্রক্রিয়ার আর্থিক সয়ম্ভরতা দৃঢ়তর করা এবং এই প্রক্রিয়ায় বানিজ্যিক খাতের অধিকতর ও যথাযথ সম্পৃক্তি নিশ্চিতকরণ। উল্লেখিত কার্যাবলীর মনিটরিং ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে জরিপ পরিচালনা এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পের অধীনে রয়েছে একটি মাঠ কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ক দল।

অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট তার কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং গবেষনালব্ধ অভিজ্ঞতা প্রচারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী ও দাতাসংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিতভাবে মিটিং, কর্মশালা, সেমিনারের আয়োজন করে। এ ছাড়া রয়েছে মাঠ পরিদর্শন এবং গবেষনা কার্যক্রম(intervention) সম্পর্কে অবহিতকরনের ব্যবস্থা। প্রজেক্টের গবেষনালব্ধ ফলাফল জার্নাল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহে উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু আইসিডিডিআর,বি পরিদর্শনে আগত অতিথিবৃন্দ এবং সেন্টার আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসমূহের অংশগ্রহণকারীদের সাথেও প্রকল্প তার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে থাকে।

প্রকল্প ষ্টাফদের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে অধিকতর দক্ষ ও ফলপ্রসূ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা প্রদান। বিভিন্ন পর্যালোচনা মিটিং, পরিদর্শন মিশন, সমন্বয় কমিটি এবং টাস্ক ফোর্সে অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্প এইরূপ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট

হেলথ্ এণ্ড পপুলেশন এক্সটেনশন ডিভিশন
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)
জি.পি.ও. বক্স নং ১২৮, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮০-২-৮৭১৭৫২ - ৮৭১৭৬০; ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৭১৫৬৮ ।